১ম সভার কার্যবিবরণী (ভার্চুয়াল)

অদ্য ১৭ জানুয়ারি ২০২১ রবিবার রাত ৯:০০ টায় বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি ফোরাম ফর হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিয়িং এর ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফোরামের দাপ্তরিক সংস্থা স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় আয়োজিত ভার্চুয়াল (জুম) মাধ্যমের এ সভায় সভাপতিত্ব করেন ফোরামের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত, এমপি। সভায় ১৪ জন মাননীয় সংসদ সদস্য তথা ফোরামের সদস্য সংযুক্ত হয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

আলোচ্য বিষয়:

১. সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ক সেমিনারের পর্যালোচনা।
২. ফোরামের ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা নির্ধারণ।
৩. বিবিধ।

অধ্যাপক ডা. আ. ফ. ম. রুহুল হক, এমপি (১০৭ সাতক্ষীরা-৩) : অধ্যাপক ডা. আ. ফ. ম. রুহুল হক এমপি বলেন, সংসদের চিকিৎসক ডাক্তারগণের সমন্বয়ে টিম করে বিভিন্ন এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্পেইন করা বিশেষ করে চিকিৎসা সুবিধা বঞ্চিত অঞ্চলসমূহের এ ক্যাম্পেইন বিস্তার করা যেতে পারে। তিনি বলেন, সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে। কীভাবে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সর্বজনীন করা যায় সে ব্যাপারে আমরা (বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি ফোরাম ফর হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিয়িং) গবেষণা করতে পারি। প্রয়োজনে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার পূনর্বিন্যাস করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় এবং হাসপাতাল ব্যবস্থাপনায় আমাদের দুর্বলতা গুলো চিহ্নিত করে তা কাটিয়ে উঠতে হবে। হাসপাতালগুলোতে ডাক্তারদের ডিউটির সময় মেনে চলতে হবে। পর্যায়ক্রমিকভাবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি ফোরাম ফর হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিয়িং এর। তামাকপণ্য নিয়ে ফোরাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি ফোরাম ফর হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিয়িং। এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করে জোরালো পদক্ষেপের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন সম্ভব। অ-সংক্রামকের রোগের ব্যাপারে প্রতিরোধের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করে এব্যাপারে প্রচার-প্রচারণা বৃদ্ধিতে সহায়তার কথা বলেন অধ্যাপক ডা. আ. ফ. ম. রুহুল হক এমপি। তামাকপণ্য বা ই-সিগারেটের ব্যাপারে জোরালো ভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করলে সফল হওয়া সম্ভব বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি।

জনাব আ. স. ম. ফিরোজ, এমপি (১১২ পটুয়াখালী-২) : জনাব আ. স. ম. ফিরোজ এমপি তাঁর বক্তব্যে, গ্রাম পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক সমূহে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দিয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্যগণ প্রতিমাসে এক/দুইবার স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্পেইন করতে পারেন তবে হৃদরোগ, কিডনি রোগ, ডায়াবেটিকসহ বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা পৌঁছে দিতে পারি। বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি ফোরাম ফর হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিয়িং লক্ষ্য বাস্তবায়নে নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় কার্যক্রম বিস্তারে দৃষ্টি রাখতে হবে। স্বাস্থ্য উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে কাজ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন তিনি।

বেগম মেহের আফরোজ চুমকি, এমপি (১৯৮ গাজীপুর-৫) : কাজের গুরুত্ব বিবেচনা করে শর্ট টার্ম, মিড টার্ম, লং টার্ম ভাগে ভাগ করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যেতে পারে বলে মতামত দেন বেগম মেহের আফরোজ চুমকি এমপি। করোনা মহামারিতে জাতীয় এবং এলাকা ভিত্তিক কী কী কাজ করা যেতে পারে সেসব পরিকল্পনা নিয়ে ১ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণের কথা বলেন তিনি। এছাড়াও তিনি বছর মেয়াদী পরিকল্পনার বিষয়বস্তুও নির্ধারণের জন্য বলেন তিনি। সমসাময়িক বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে আগানোর মতামত দেন তিনি পাশাপাশি কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর কার্যক্রম আরো সক্রিয় করার কথা জানান তিনি। এছাড়া গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসেবা এবং টেলিমেডিসিনের ব্যাপারেও গুরুত্বারোপের কথা জানান তিনি।

জনাব মো. শহীদুজ্জামান সরকার, এমপি (৪৭ নওগাঁ-২) :

জনাব আরমা দত্ত, এমপি (৩১১ মহিলা আসন-১১) : জনাব আরমা দত্ত এমপি বলেন, সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা বাস্তবায়নে আমাদের প্রথমেই একটা গাইডলাইন তৈরি করতে হবে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কোন কোন বিষয়গুলো র্সবজনীন স্বাস্থ্যসেবার অন্তর্ভুক্ত হবে তা নির্ধারণ করতে হবে। কমিউনিটি ক্লিনিক গুলোকে তিনি আরো কার্যকরি ও সক্রিয় করার মতামত দেন। দেশের দরিদ্র জনসাধারণের চিকিৎসা ব্যয় কমাতে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো আরো সয়ং সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদানের কথা বলেন তিনি। তিনি চিকিৎসকগণের অপ্রয়োজনীয় টেস্ট কমিয়ে রোগীর চিকিৎসা ব্যয় কমানোর মতামত দেন। তিনি বলেন, সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা বাস্তবায়নে করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন দরিদ্র জনসাধারণের মাঝেও যথাসময়ে সরবরাহের ব্যবস্থা নিতে করণীয় নিয়ে বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি ফোরাম ফর হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিয়িং কে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখতে বলেন।

জনাব কাজী নাবিল আহমেদ, এমপি (৮৭ যশোর-৩) : জনাব কাজী নাবিল আহমেদ এমপি বলেন, বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি ফোরাম ফর হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিয়িং এর সদস্য হিসেবে আমরা সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করে যাবো। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নজর এড়িয়ে যাবে স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত সেইসব জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সামনে এনে সংশ্লিষ্টদের সামনে উপস্থাপন করা এবং সেগুলো বাস্তবায়নে করণীয় তুলে ধরা। স্বাস্থ্যসেবা বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ছাড়াও যেসব মন্ত্রণালয়ের সম্পৃক্ততা আছে তাদের সমন্বয় করা। প্রান্তিক জনগোষ্ঠির সমস্যাগুলোকে তুলে আনতে আমরা পলিসি পেপার বা টেবিল টকের আয়োজন করতে পারি। টেবিল টকে সংসদ সদস্য এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ উপস্থিত থাকবেন। এভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারের করণীয় বা সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আরো গতিশীল করতে কী করণীয় তা নির্ধারণপূর্বক সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। অতর্কিতভাবে উদ্ভূত কোনো স্বাস্থ্যসেবা বিষয় কীভাবে সহজে সমাধান করা যায় তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে।

ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী, এমপি (২৯ গাইবান্ধা-১) : বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি ফোরাম ফর হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিয়িং এর সভার আলোচিত বিষয়গুলো ই-বুলেটিন হিসেবে পত্রিকা ও ওয়েবসাইটে প্রকাশের মতামত দেন ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী এমপি। ফোরামের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান করার অভিমত জানান তিনি। ই-সিগারেট এর যেহেতু কোনো আইন নেই তাই তিনি সকল প্রকার ই-সিগারেট কে নিষিদ্ধ করার কথা বলেন। প্রয়োজনে কাস্টমস এর এইচএস কোড থেকে বাদ দিয়ে আমদানিই নিষিদ্ধ করা যেতে পারে ই-সিগারেটের। ফোরামের পক্ষ থেকে ই-সিগারেট বন্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দেওয়ার মতামত দেন তিনি। তামাকজাত পণ্যের উপর সতর্কীকরণ ছবির আকার বাড়িয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে সমন্বয় রেখে প্যাকেটের ৮০/৯০ ভাগ জুড়ে করার কথা বলেন তিনি। তামাকজাত পণ্যের ট্যাক্স বৃদ্ধিতে ফোরামের পক্ষ থেকে জোরালো ভূমিকা গ্রহণের পরামর্শ দেন ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী এমপি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুসারে সয়াবিন তেল, পাম তেল ইত্যাদি বন্ধে পদক্ষেপ নিতে বলেন তিনি। সংক্রমক ও অ-সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে সরকারের করণীয় নিয়ে সরকারের সাথে সমন্বয় করা যেতে পারে। প্রয়োজনে প্রত্যন্ত অঞ্চলে হাসপাতাল নির্মাণকারীদের ট্যাক্স মওকুফ এবং মেডিকেল সরঞ্জামাদি আমদানিরে ট্যাক্স মওকুফ করার কথা বলেন তিনি। পাশাপাশি ডাক্তারদের নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে কাজ করতে পারে বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি ফোরাম ফর হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিয়িং।

জনাব শিরীন আখতার, এমপি (২৬৫ ফেনী-১) : বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিদ্যমান সংকটগুলোকে কীভাবে মোকাবেলা করা যাবে তা নিয়ে সে ব্যাপারে আলোচনা করা যেতে পারে। বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি ফোরাম ফর হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিয়িং এর পক্ষ থেকে নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক প্রায়োরিটি লিস্ট করে কার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। ফোরামের পক্ষ থেকে প্রচারণামূলক কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। বিশেষ করে ধূমপান/ই-সিগারেট এবং অন্যান্য তামাকজাত পণ্যের ব্যাপারে। বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি ফোরাম ফর হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিয়িং এর পক্ষ থেকে বর্তমান সংসদ কালীন দীর্ঘমেয়াদি কোনো সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

ডা. সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল, এমপি (৪৩ চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১) : ডা. সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল এমপি বলেন, ২ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে তৃতীয় বছরে ফলোআপ করা যেতে পারে গৃহীত কার্যক্রমের। চিকিৎসকগণ বিভিন্ন সময়ে যে নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন তার সমাধানে ফোরামকে জোরালো ভূমিকা রাখার আহবান জানান তিনি। চিকিৎসক এবং রোগীর সুরক্ষা আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য ফোরামের মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ করার পরামর্শ দেন তিনি। সরকারি নিয়োগকৃত ডাক্তারদের প্রাথমিক পর্যায়ে ২ বছর কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে দায়িত্ব দিয়ে পর্যায়ক্রমে হাসপাতালে পদায়নের পরামর্শ দেন তিনি।

অধ্যাপক ডা. মো. আব্দুল আজিজ, এমপি (৬৪ সিরাজগঞ্জ-৩) : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির পাশাপাশি 'বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি ফোরাম ফর হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিয়িং' ও ভূমিকা রাখতে পারে। করোনাকালীন সময়ে এই ফোরামের মাধ্যমে বিভিন্ন সচেতনতামূলক তথ্য মিডিয়ায় প্রচার করা যেতে পারে। তিনি এই ফোরামের মাধ্যমে চিকিৎসক সংসদ সদস্যগণের নেতৃত্বে অন্যান্য আগ্রহী সংসদ সদস্যগণের সমন্বয়ে টিম করে ৩ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে সারাদেশের প্রতিটি সংসদীয় এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা বিস্তারের বিশেষ ভূমিকা রাখার অভিমত ব্যক্ত করেন। দেশের বিদ্যমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরো উন্নত করতে নতুন নতুন পরিকল্পনা নিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা করা যেতে পারে বলে জানান তিনি। সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা বাস্তবায়নের জন্য আগে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার পর্যায় নির্ধারণ করতে হবে তারপর পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হওয়ার মতামত দেন ডা. আ. আজিজ এমপি।

জনাব অপরাজিতা হক, এমপি (৩২০ মহিলা আসন-২০) : বাংলাদেশের সরকারি খাতের স্বাস্থ্য সেবার মান ও বিস্তৃতি সারা পৃথিবীতে প্রশংসা কুড়িয়েছে। এ ব্যবস্থাকে আরোও সমৃদ্ধ করতে ডায়াগনেস্টিক সেবার পৃথক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সকল পর্যায়ে সেন্ট্রাল অক্সিজেন সরবরাহ ও ইমেজিং সুবিধা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এছাড়াও টেলিমেডিসিন সেবা বৃদ্ধি এবং বেসরকারি খাতকে আরোও সম্পৃক্ত ও দায়বদ্ধ করতে পিপিপি মডেল অনুসরণ করা যেতে পারে। এ ফোরামে সকল ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন, পলিসি অ্যাডভোকেসি, জনমত তৈরি এবং সেবার মান মনিটরিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

অ্যাড. সৈয়দা রুবিনা আক্তার, এমপি (৩২৮ মহিলা আসন-২৮) : দেশের সরকারি হাসপাতালসমূহে সকল রোগের চিকিৎসা সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ফোরামের মাধ্যমে পদক্ষেপের কথা জানান অ্যাড. সৈয়দা রুবিনা আক্তার এমপি। বিশেষ করে অ-সংক্রামক রোগের চিকিৎসা বৃদ্ধির কথা জানান তিনি। এছাড়াও কমিউনিটি ক্লিনিক, উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ঔষধপত্র ও সেবা জনগণের দোড় গোড়ায় যথাযথভাবে পৌঁছানোর ব্যবস্থা মনিটরিং এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে সমন্বয়ের কথা বলেন।

অ্যাড. আদিবা আনজুম মিতা, এমপি (৩৩৭ মহিলা আসন-৩৭) : কমিউনিটি ক্লিনিকের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরো উন্নত করতে হবে এবং স্বাস্থ্যসেবীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরো দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। অ্যাড. মিতা এমপি করোনার ভ্যাকসিন সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিতরণের কথা জানান। প্রয়োজনে কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে করোনা ভ্যাকসিন বিতরণের কথা বলেন তিনি। করোনার পাশাপাশি অন্যান্য রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতিও নজর রাখার পরামর্শ দেন।

অধ্যাপক ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত, এমপি (৬৩ সিরাজগঞ্জ-২) : সভার সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি ফোরাম ফর হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিয়িং এর ১ম সভায় অংশগ্রহণের জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি স্বাস্থ্যখাতে বর্তমান সরকারের উন্নয়নের কথা তুলে ধরেন এবং স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নকে আরো জোরালো করতে ফোরামের পক্ষ থেকে সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডের কথা বলেন। তিনি বলেন, মাননীয় সংসদ সদস্যগণের প্লাটফর্ম হিসেবে এই ফোরাম বিভিন্ন উপদেশমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। এই ফোরাম অভীষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্র (SDGs) এর স্বাস্থ্যসূচকের লক্ষ্যমাত্রা যথাযথভাবে অর্জনের জন্য সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবে বলে মতামত দেন তিনি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা অনুযায়ী ২০৪০ সালের মধ্যে ধূমপানমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে ভূমিকা রাখবে ফোরাম। এরই ধারাবাহিকতায় জনস্বাস্থ্যের জন্য নতুন হুমকি ই-সিগারেট আমদানি, উৎপাদন, বিক্রি, বিপণন ও ব্যবহার নিষিদ্ধকরণে বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি ফোরাম ফর হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিয়িং উদ্যোগে সংসদ সদস্যগণের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়াও মাতৃমৃত্যু, শিশুমৃত্যু ও বাল্যবিবাহ নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে এবং নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় ভূমিকা রাখতে পারবে এই ফোরামের সদস্যগণ। অতঃপর তিনি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।